দামুড়হুদায় জমাজমি সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার সুবলপুর গ্রামের জমাজমি সংক্রান্ত বিষয়ের জের ধরে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলার সুবলপুর গ্রামের কলিম উদ্দিন এর ছেলে মোঃ হাফিজ উদ্দিন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমরা মোঃ হাফিজ উদ্দিন পিতাঃ কলিম উদ্দিন, জাইদুল পিতা: মৃত: আইনাল হক এবং মোঃ কামাল পিতা: মৃত: ইমান আলী সর্বসাং সুবলপুর, আমাদের বাবার নামে রেকর্ড ভুক্ত জমি যা বর্তমানে হালসন খাজনা পরিশোধ আছে। আমাদের জমির পরিমাণ ২০ শতক জমি যা উপজেলার সুবলপুর গ্রামের বিবাদী মোঃ ইব্রাহিম পিতাঃ মৃত: অনু আলী, মো: বক্কর পিতা: মৃত: রমজান আলী গংরা জোর পূর্বক জমি দখলকরে রাখে। বিষয়টি নিয়ে আমরা কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতে মামলা করি। মামলা শেষে আদালত লিখত সিদ্ধান্ত আমাদের দিয়েছেন। বিবাদীগনরা আমাদের রেকর্ড এর জমি জোর পূর্বক দখল করে রেখেছেন। আমরা দখল নিতে গেলে তারা আমাদের খুন করার হুমকি দেয়। যার কারনে আমরা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে রায় পেয়েছি। তার পরও জমি নিজেদের দখলে নিতে পারিনাই। দখল নিতে গেলে আমাদের নামে মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে জমি না ছাড়ার পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। বিবাদী গনের পাকা বাড়ী এবং মাঠে ৫/৬ বিঘা জমি রহিয়াছে। অথচ দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকায় ভূমিহীন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছেন, যা মিথ্যা। জমির দাগ নং: ৯৬৫, খতিয়ান নং: ৮৬৫ মৌজা কুড়ালগাছি। জমির পরিমাণ ২০ শতক। প্রকাশ থাকে যে বিবাদীরা গ্রাম আদালতে জমির কোন কাগজপত্র উপস্থিত করতে পারেনি, যার কারনে আমাদের পক্ষে রায় হয়। তার পারেও জোর পূর্বক আমাদের জমি দখল করে আমাদের নামেই মিথ্যা ও বানোয়াট কেচ মামলা করে হয়রানি করছে এবং সাংবাদিকদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করছে। জমির কাগজপত্র দেখে বিষয়টি সরজমিনে তদন্ত পূর্বক সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

দর্শনা সীমান্তপথে ফিরে গেলেন কলকাতার ২৮ সদস্যের সাংস্কৃতিক দল

বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাক্ষনবাড়িয়া, ইলিশের জেলা চাদপুর,গাজিপুর, ঢাকা ও কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমীতে সংগীত নৃত্য, কবিতাবৃতি ও একক অভিনয় করে মাতিয়ে গেলেন জি বাংলা ক্ষ্যাত কলকাতার ২৮ সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক দল।

গতকাল বুধবার ভোরে সাংস্কৃতিক দলটি রিজার্ভ গাড়িতে করে দর্শনায় এসে পৌছিলে দর্শনা বাউল পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের লোকসংগীত শিল্পী ধীরু বাউল তাদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ও জয়নগর চেকপোস্টে নিয়ে যান। ভারতের প্রখ্যাত প্রভাবশালি কলকাতার বিশ্ববংগ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি ডঃ রাধাকান্ত সরকার জানান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রোগ্রাস করার জন্য চলতি মাসের ১০ জুলাই কলকাতা থেকে রিজার্ভ শ্যামলী পরিবহন যোগে পেট্রাপোল-বেনাপোল হয়ে ঢাকায় আসা হয়েছিল।

বাংলাদেশের জেলা ও বিভাগীয় শহরে প্রগ্রাম করতে করতে দেশের পরিস্থিত অনুকুলে না থাকায় চলে যেতে হল। ডঃ রাধাকান্ত সরকার জানালেন ২৮ সদস্যের প্রতিনিধিদলে ভারতের প্রখ্যাত বাউল শিল্পী সনজিত মন্ডল, জি বাংলার প্রতিযোগীয় অংশ নেয়া নৃত্য শিল্পী অনিমা কৈরালা, বিভাস মন্ডল, আরতি বসাক, বিন্দাসুধা ধর, ফিল্মের ও “আমি কলকাতার রসগোল্লা” ক্ষ্যাত গানের শিল্পী বিরালা মাইতি, কলকাতার সৃষ্টি গংগা সাগর ড্যান্স একাডেমীর নৃত্য শিল্পী, কবি চিত্তরন্জন বসু সহ বেশ নামকরা শিল্পীরা এসেছিল। দেশের সার্বিক অবস্হার কারনে এবং প্রগ্রাম থাকা সত্বেও বিদায় নিতে হচ্ছে।ইমিগ্রেমন ও কাস্টমসের কার্যক্রম শেষে ঐদিন সকাল ১০ টার দিকে প্রতিনিধি দলটি ভারতের উদ্দেশ্যে দর্শনা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করেন।

দামুড়হুদায় ২০ পিচ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মদক বিরোধী অভিযানে ২০ পিচ অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ভগিরতপুর ঝবঝবি ব্রীজ এলাকা থাকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের মোঃ সিরাজ আলী মন্ডল এর ছেলে মোঃ লিপু আলী (২৪) এবং মৃত আঃ কুদ্দুস এর ছেলে মোঃ সাইদুল (২৫)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার মাদক বিরোধী অভিযানে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মোঃ আসাদুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান ডিউটি পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন ভগিরতপুর গ্রামস্থ ভগিরতপুর ঝবঝবি ব্রীজ সংলগ্ন জনৈক মোঃ মুক্তার আলীর মুদি দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর থেকে আসামী লিপু আলী ও সাইদুল কে ২০ পিচ অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট (মূল্য অনুমান ৬,০০০ টাকা) সহ হাতেনাতে আটক করে। আটককৃত আসামীদ্বয় বর্তমানে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রজু করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, ইয়াবা সহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়েছে। আসামীদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি আলমডাঙ্গা থানার শেখ গণি মিয়া

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপক অবদান রাখায় যোগদানের মাত্র সাত মাসের মধ্যেই চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি মনোনীত হয়েছেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গণি মিয়া । তিনি ২০২৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গা থানার ওসি হিসেবে যোগদান করেন।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গণি মিয়াকে জেলার শ্রেষ্ঠ ওসির নির্বাচিত করা হয়। সভা শেষে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর.এম ফয়জুর রহমান তার হাতে শ্রেষ্ঠ ওসির সম্মাননা স্মারক ক্রেস্ট তুলে দেন।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শেখ গণি মিয়া আলমডাঙ্গা থানায় যোগদানের পর সহিংসতা বন্ধে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে আসছেন। এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে সব সময় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন, অপরাধী আটক, মাদক নিয়ন্ত্রণ, মামলা গ্রহণসহ চুরি-ডাকাতির ঘটনার রহস্য উদঘাটনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন তিনি।

শ্রেষ্ঠ ওসি নির্বাচিত হওয়ার পর গতকাল মঙ্গলবার রাতে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ গণি মিয়া বলেন, আলমডাঙ্গায় আমরা মানবিক পুলিশ হিসেবে জনগণের সেবা করে যাচ্ছি। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধ দমন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। তাছাড়া আমি সব সময় যে কোনো ধরনের ভালো কাজের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সফল হতে ভালোবাসি।এর সুফল হিসেবে আজকে শ্রেষ্ঠ ওসি নির্বাচিত হয়েছি। এতে আমাদের ভালো কাজের গতি আরও বেড়ে গেল।

দামুড়হুদায় শিশুপাচারকারী সন্দেহে ৩ মহিলা আটক

দামুড়হুদায় নারীপাচারকারী সন্দেহে ৩ জন মহিলাকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে উপজেলার হাতিভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ হাঁটখোলাপাড়ার মতিয়ার রহমানের স্ত্রী শেফালী খাতুন(৫০), শাহাজাহান আলীর স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৪৮) ও আইয়ুব ফকির এর স্ত্রী মালেকা খাতুন (৫৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার হাতিভাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী হাতিভাঙ্গা গ্রামের রিপন আলীর মেয়ে রিয়া খাতুন (১১), সুইট আলীর মেয়ে সারিকা (১১) দ্বয়কে বিভিন্ন প্রোলোভন দেখিয়ে ৩ জন অপরিচিত মহিলা নিয়ে যেতে চাইলে বাচ্চাদের চিৎকারে এলাকাবাসি ছুটে এসে হাতিভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকার জনসাধারণ কর্তৃক উক্ত ৩ জন মহিলাকে অপহরণকারী সন্দেহে এলাকাবাসি আটক করে রাখে।

স্থানীয় জনসাধারণ উক্ত মহিলাদের উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয় এবং তারা উক্ত মহিলা আসামিদেরকে পুলিশ হেফাজতে দিবে না মর্মে জানায়। পরবর্তীতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার উপস্থিতিতে ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হযরত আলীর সহযোগিতায় উক্ত আসামীদেরকে পুলিশ হেফাজতে নেন।

এলাকার লোকজন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফারুক এর প্রতিও অত্যান্ত খিপ্ত ও চরাও হয়। বিপুল সংখ্যক জনসাধারন স্কুলে অবস্থান করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় প্রধান শিক্ষক সবসময় স্কুলের গেট বন্ধ রাখে, যার কারনে স্কুলের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে এলাকাবাসি জানতে পারে না। গ্রেফতারকৃত মহিলা আসামীগন বর্তমানে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মামলা পক্রিয়াধীন, আসামীদের আজ বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় দোকানীকে হাত-পা বেধে দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জমি কেন্দ্রিক পূর্বশত্রুতার জের ধরে গভীর রাতে দোকান ব্যবসায়ীর হাত-পা বেধে দোকান ঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

আজ রোববার দিবাগত রাত ২ টার দিকে পৌর এলাকার রেল ফোকট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দোকান ঘর মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্তরা হলেন- গোবিন্দপুর নতুন বাস স্ট্যান্ড এলাকার মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে মুকুল হাজী (৫২), আবু বক্করের ছেলে ওসমান আলী (৩৮), মহি উদ্দীন (৫৫), মকবুল হোসেন (৫০) বন্ডবিল এলাকার মৃত আইনুদ্দিনের ছেলে কুদ্দুস আলী (৫০) সহ আরো তিন জনের নাম উল্লেখ করেছেন।

জানাগেছে, পৌর এলাকার স্টেশন পাড়ার মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল গত ১০ বছর আগে বাস রেল ফোকট সংলগ্নে ২০১০ সালে ১২ শতক জমি ক্রয় করেন। এ জমি ক্রয় করেন মৃত সদর উদ্দীন গং, রাবেয়া খাতুন ও মকবুল হোসেনের নিকট। ওই জমিতে দুটি পাঁকা দোকানও নির্মাণ করেছেন। এছাড়া একটি বাঁশ টিনে নির্মিত মোটরসাইকেল গ্যারেজ রয়েছে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, মানোয়ারুল প্রতিদিনের ন্যায় রোববার রাত ১০ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। আমার দোকানের মধ্যে পাশের দোকানদার লিটন রাতে অবস্থান করে। তার হাত-পা বেধে দোকান ভাঙচুর করে। এছাড়া দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী লিটন জানান, রাত আনুমানিক ৩ টার দিকে কয়েকজন এসে রামদা ও হাসুয়া ধরে আমার হাত-পা বেধে ফেলে। পরে আমার মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় এবং চিৎকার করতে নিষেধ করে। এসময় দোকান ভাংচুর

করে দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

দোকান মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল বলেন, ঘটনার রাতে মাছ চাষের পুকুরে পানি দেওয়া শেষে বাড়ি ফিরছিল গোবিন্দপুর গ্রামের সজিব। সে লিটনের হাত-পা বাধা দেখে ওই রাতে ফোন দিলে আমি দ্রুত ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করি। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, দোকান ভাঙচুরের ঘটনা আমার পর্যন্ত আসেনি। অভিযোগ দিলে তদন্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে রকিব প্যানেল জয়ী

দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে সাধারণ অভিভাবক সদস্য পদে রকিব প্যানেলের সদস্যরা নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছে।

আজ রবিবার কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত সাধারণ অভিভাবক সদস্য পদে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে শান্তি পূর্ণ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে রকিব প্যানেলর পক্ষে আব্দুস সালাম ২০৮ ভোট পেয়ে ১ম, মোঃ রকিবুর ২০৪ ভোট পেয়ে ২য়, আব্দুর রহমান ২০৩ ভোট পেয়ে ৩য়, মোঃ পটল ১৯৯ ভোট পেয়ে ৪র্থ এবং মহিলা অবিভাবক সদস্য পদে কাজল রেখা ২২৮ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভ করে। অপরপক্ষে আক্তার প্যানেলের প্রাপ্ত ভোট হলো জাবেদ আলী ১৮৭, আশাদুল হক ১৮৫, ছাব্বির হোসেন ১৮১, সাদেকুল ইসলাম ১৭৫ এবং মহিলা অভিভাবক সদস্য পদে সাবানা খাতুন ১৭৪ ভোট পান।

আলোচিত-সমালোচিত এই ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন নিয়ে উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম বলেন, এই নির্বাচন

নিয়ে আমরা অনেক চাপে ছিলাম সেজন্য নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তি পূর্ন করতে প্রায় ৩৬ জন পুলিশ সদস্যসহ গোয়েন্দা সদস্য মোতায়ন করতে হয়। আমি আশা রাখবো যারা এই নির্বাচনে জয়লাভ করছে আগামীতে শিক্ষার মান্নোনয়নে কাজ করবে।

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ

দামুড়হুদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৪ টার সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিসি বলেন, যারা খেলাকে ভালোবাসে তারা অপরাধ থেকে দূরে থাকে, যারা খেলাকে ভালোবাসে তারা ফুলও ভালোবাসে। খেলায় জয় পরাজয় থাকবেই এটাই নিয়ম। ভালো খেলবো ভালো থাকবো, যারা ফুটবল কে ভালোবাসে তারা সবাইকে ভালোবাসে।

এখান থেকে আমরা ঘৃণা নিয়ে যাবো না, আমরা ভ্রাতৃত্ব মানষিকতা নিয়ে ফিরবো, আমরা সবাই সবার। খেলায় আমন্ত্রিত অতিথি সহ খেলার আয়োজক কমিটি সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবির ইউসুফ, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর, পরিদর্শক অপারেশন হিমেল, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল

করিম বিশ্বাস, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সাবেক ফুটবলার শহীদ আজম সদু সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আমন্ত্রিত দর্শক অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খেলার মাঠে ছিলো দর্শকদের উপচে পরা ভীড়। ফুটবল প্রেমীরা সহ উপস্থিত সকল দর্শক টুর্নামেন্টের মনোমুগ্ধক সেমিফাইনাল খেলা উপভোগ করেন।

টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় যে দুটি দল অংশ গ্রহণ করে তারা হলো কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ বনাম জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ। খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জুরানপুর একাদশ কোন গোল করতে না পারলেও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ ১টি গোল করে চ্যাম্পিয়ন হয় ।

খেলায় রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন, সৈয়দ মাসুদুর রহমান, একরামুল হাসান নিপুন, সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, ইউসুফ আলী। টুর্নামেন্টের ম্যাচ কমিশনার সাবেক জেলা ফুটবলার জাকির হোসেন। খেলায় ধারাভাষ্য দেন মোস্তাফিজুর রহমান।টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদায় এক রাতে দুইটা গরু চুরি: থানায় মামলা, গ্রেফতার ৫

দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রাম থেকে একই রাতে দুই কৃষকের গোয়াল ঘর থেকে দুইটা গরু চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। এতে কৃষকদের আর্তনাদে এলাকার আকাশ বাতাস ভাড়ি হয়ে উঠেছে।

গত শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মামুন থানায় এজাহার দায়ের করে। চুরির ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

এজাহার সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অন্তর্গত চারুলিয়া পুলিশ ক্যাম্প এলাকার চারুলিয়া মাদ্রাসা পাড়ার মোঃ রওশন আলী’র ছেলে কৃষক মোঃ মামুন (৪০) এর গোয়াল ঘর থেকে ১টি লাল রঙের বকনা

গরু (যার আনুমানিক বাজার মূল্য একলক্ষ টাকা) ও একই গ্রামের মৃত বাবু হোসেন এর ছেলে মোঃ লাল চাঁদ (৩০) এর গোয়ালঘর হতে ১টি কালো রঙের ষাঁড় গরু (যার আনুমানিক বাজার মূল্য নব্বই হাজার টাকা) চোরেরদল দিবাগত শুক্রবার গভীর রাতে চুরি করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী মামুন দামুড়হুদা মডেল থানায় হাজির হয়ে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানার মহাজনপুর (খাপাড়া) গ্রামের মৃত সুন্নত আলী শেখ এর ছেলে মোঃ সেন্টু (৪৫), এবং দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামের মোঃ কিনু খাঁ এর ছেলে মোঃ মেহের আলী (৩৫), মৃত: হায়াত আলী এর ছেলে মোঃ কছিম উদ্দিন (৩৭), মৃত বাবুল আক্তার এর ছেলে মোঃ মানিক (৪৫) এবং আব্দুর রশিদ এর ছেলে মোঃ শাহিন (৪০) এর বিরুদ্ধে একটি এজাহার দায়ের করেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায় আসামী গন সকালে চুরির বিষয় স্বীকার করে এবং ৭০ হাজার টাকায় মীমাংসার চেষ্টা করে। ভুক্তভোগী মামুন ও লালচাঁদ তাদের সহিত কোন আপোষ করেনা এবং গরু চোরদের বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন। গ্রেফতার কৃত আসামীগন বর্তমানে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, গরু চুরির ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়ায় বিষপানে যুবকের আত্মহত্যা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মিশন পাড়ায় বিষপান করে বাবুল
(২৬) নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। নিহত বাবুল মিশন পাড়ার মাইকেল মন্ডলের ছেলে।

জানা গেছে,বাবুল পারিবারিক কলহের জের ধরে গত শুক্রবার সকালে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।বিষয়টা তার পরিবারের লোকজন জানতে পেরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর পাতালে ভর্তি

করে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শনিবার দুপুরের দিকে সে মৃত্যুবরন করে।

বাবুলের মৃত্যুতে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অপমৃত্যু্ মামলা দায়ের করা হয়েছে।এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বাবুলের মরাদেহ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতাল মর্গে নেওয়া হয়ে বলে জানা গেছে।

কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির টু-আইসি এ এস আই সাইদুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন। বাবুলের মৃত্যুতে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অপমৃত্যু্ মামলা রুজু করা হয়েছে।তার লাশ যেহেতু সদর হাসপাতালে রয়েছে ওখানে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে মর্গে থেকে একবারে ময়না তদন্ত শেষ করে লাশ কার্পাসডাঙ্গা পৌঁছাবে বলে জানান তিনি।